বর্তমান সরকারের দুই বছরের অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	প্রতিবেদন			মন্তব্য
		অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	
১।	গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি	• বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আসার সময় জানুয়ারী ২০০৯ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ১৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ছিল। ডিসেম্বর ২০১০ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ২০৩৫ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়। অর্থাৎ এ সরকারের প্রচেষ্টায় গত ২ বছরে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ২৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। • অন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত ৩টি গ্যাস ক্ষেত্র যথাক্রমে বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রে জানুয়ারী ২০০৯ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ৭১০ মিলিয়ন ঘনফুট ছিল। ডিসেম্বর ২০১০ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ৮৬৯ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়। অর্থাৎ এ সরকারের প্রচেষ্টায় গত ২ বছরে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১৫৯ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ ৩টি ফিল্ডের সমন্বিত সর্বোচ্চ দৈনিক ১০১৩ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব। • অন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী তাল্লো কর্তৃক জানুয়ারী ২০০৯ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট ছিল। ডিসেম্বর ২০১০ এ গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ১২১ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়। অর্থাৎ এ সরকারের প্রচেষ্টায় গত ২ বছরে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। • সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আশুগঞ্জ, মুচাই এবং এলেঙ্গাতে ইতঃপূর্বে পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে কম্প্রেসার স্থাপন সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমান সরকারের বাস্তবভিত্তিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মুচাইতে ডিসেম্বর ২০১১ নাগাদ এবং আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় ডিসেম্বর ২০১২ নাগাদ কম্প্রেসার স্থাপন সম্পন্নের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।	• গ্যাসের আধার ভূ-অভ্যন্তরে হওয়ার কারণে গ্যাসের মজুদ আবিস্কারে সম্ভাব্যতা নিশ্চিতকরণে কখনও কখনও প্রযুক্তিগত অনিশ্চয়তা থাকে। একই কারণে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপিত সময়ে ও কাংখিত মাত্রায় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়না। • গ্যাস অনুসন্ধান/উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রমের সাথে ভূমি অধিগ্রহণ/উন্নয়ন, এ্যাপ্রোচ রোডসহ অবকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি কাজের সাথে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকায় প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন ধাপ ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কাংখিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে অনুসন্ধান/ উৎপাদন কার্যক্রম কখনও কখনও নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। • গ্যাসের অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সঞ্চালন প্রভৃতি কাজে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান বিশেষ করে পিপিআর অনুসরণ করে মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে মালামাল ও সেবা গ্রহণে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।	এ পরিস্থিতি উত্তরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হচ্ছে। ফলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে **বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০** প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হবে।	-

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	মন্তব্য
২।	নতুন স্ট্রাকচার আবিস্কার ও উন্নয়ন	• বাপেক্স সম্প্রতি সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা এলাকায় ২৮৩ লাইন কিঃমিঃ দ্বি-মাত্রিক ৩০ ফোল্ড সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করে এবং একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস স্ট্রাকচার (সুনেত্র) চিহ্নিত করেছে। দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে একটি উল্লেখযোগ্য মজুদ পাওয়ার আশা করা যাচ্ছে। এ স্ট্রাকচারে গ্যাস পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য শীঘ্রই একটি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভুমিঅধিগ্রহণসহ যাবতীয় প্রস্তুতিমুলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। • কামতা গ্যাস ক্ষেত্রে ১১০ লাইন কিঃ মিঃ সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন এর কাজ অচিরেই সম্পন্ন হবে, যার ফলাফলের ভিত্তিতে এ গ্যাস ক্ষেত্রে কুপের ওয়ার্কওভার ও নতুন কুপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • শেভরন কর্তৃক ব্লক ৭ এ প্রায় ১৫০৪ লাইন কিলোমিটার দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক সার্ভের ফলাফল বিশ্লেষণে পটুয়াখালী জেলাধীন গলাচিপা উপজেলার চরকাজল এলাকায় একটি স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। উক্ত স্ট্রাকচারে অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ চলতি ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ হবে।	ক্রমিক নং ১ এর অনুরূপ	ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং নিয়মিত মনিটর করা হয়।	-
৩।	সাইসমিক সার্ভে সম্পন্নকরণ	• আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ডে গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য এবং সে মোতাবেক উন্নয়ন কূপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ করে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক সার্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় আবিষ্কৃত ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে (তিতাস, বাখরাবাদ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও হরিপুর) পর্যায়ক্রমে ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ১০০ বর্গকিলোমিটার ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক সার্ভের কাজ বাপেক্স কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। • শেভরন কর্তৃক ব্লক ১৩ এবং ১৪ তে একই পিএসসি এর আওতায় মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাসফিল্ডে মোট ১৫০ বর্গকিলোমিটার ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছে, যার ফলাফলের ভিত্তিতে ৩টি উন্নয়ন কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	ক্রমিক নং ১ এর অনুরূপ	ঐ	

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	মন্তব্য
৪।	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট	• গ্যাসের উপজাত হিসেবে উৎপাদিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন করে দেশে পেট্রোল/অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ২৫০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট গত জুলাই ২০০৯ হতে চালু করা হয়েছে। এ বছরের শেষে এ প্ল্যান্টের ক্ষমতা আরও দৈনিক ১২৫০ ব্যারেল বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে। রশিদপুর ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে উৎপাদিত অকটেন দ্বারা দেশের অকটেনের সার্বিক চাহিদার বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে।			
৫।	সমুদ্রাঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধান	• অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০০৮ এর আওতায় সমুদ্রাঞ্চলে ৩টি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২টি আইওসি'র সাথে উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যকর ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষমান ছিল। স্থলভাগের সাথে সম্ভাবনাময় সমুদ্রাঞ্চলে অনুসন্ধান কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩টি ব্লকে ২টি পিএসসি স্বাক্ষরের জন্য পেট্রোবাংলা ইতোমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করেছে। দেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনা চলছে। আলোচ্য জটিলতা নিরসনক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।	• সম্ভাবনাময় সমুদ্রাঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ। • জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স কর্তৃক অফশোর প্রযুক্তি প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।	এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। JVA এর আওতায় বিদেশী কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	
৬।	এলএনজি আমদানী	• গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম চলমান থাকার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে মধ্য মেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর ২০১২ এর মধ্যে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ এলএনজি আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সাইট সিলেকশন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ যাবতীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। • পাশাপাশি কাতার হতে দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	অতীতে এলএনজি প্রযুক্তি বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর প্রয়োগে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংগ্রহ ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে উহা অবহিত হওয়াসহ কারিগরী প্রয়োগে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সময় প্রয়োজন হচ্ছে।	ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে এলএনজি রিসিভিং পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। কক্সবাজার হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণের জন্য রুট সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। কাতার হতে এলএনজি আমদানীর জন্য সরকারের সাথে আগামী জানুয়ারী ২০১১ মাসে MOU স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।	

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	মন্তব্য
৭।	বাপেক্স-কে শক্তিশালী করণ	• দেশীয় একমাত্র গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী বাপেক্স অতি পুরাতন ৩টি রিগ দ্বারা এ যাবৎ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অথচ বিশ্বব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রিগ ব্যবহৃত হলেও বাপেক্স এ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বর্তমান সরকারের সময়োচিত এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে গত জুলাই ২০১০ মাসে গ্যাস সেক্টরের জন্য অতিকাংখিত একটি নতুন আধুনিক খনন রিগ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, যা দ্বারা ৬০০০-৭০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন করা সম্ভব। • গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম বেগবান করার জন্য আরও একটি আধুনিক ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাপেক্সের খসড়া চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভেটিংক্রমে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং শীঘ্রই উক্ত রিগ এসে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। • গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীলকরণে অত্যাধুনিক ২-ডি এবং ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি অত্যাধুনিক ২-ডি সার্ভে ইকুইপমেন্ট এবং একটি ৩-ডি সার্সেল ইকুইপমেন্ট আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদিসহ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংগৃহীত উপাত্তের প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন সংক্রান্ত অত্যাধুনিক হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। • বাপেক্সকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে বাপেক্সের উৎপাদিত গ্যাসের প্রতি হাজার ঘনফুটের বিক্রয় মূল্যহার ৭.০০ টাকা হতে ২৫.০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়া, বাপেক্সের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন কার্যক্রমের সরকারী অর্থায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাপেক্সকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কাজে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিদেশী কোম্পানীর সাথে JVA সম্পাদনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	• আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় বেতন ভাতাদি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এ সেক্টরে দক্ষ ও উপযুক্ত জনবল ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।	এ বিষয়টি বর্তমানে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। JVA করার জন্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক কোম্পানী খোঁজা হচ্ছে।	
৮।	গ্রানাইট পাথর উত্তোলন	• বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর কঠিন শিলা ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিগত ২ বছরে মোট ৫,৩৫,০৬০ মেট্রিক টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা হয়েছে, গড় বিক্রয় মূল্যে উক্ত পরিমাণ কঠিন শিলার মোট বাজার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অন্যান্য দেশীয় সংস্থা হতে দেশীয় কঠিন শিলার চাহিদা পাওয়া যাচ্ছিল না।	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে এ পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে।	

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	মন্তব্য
৯।	কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার	• দেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে, যার মোট প্রাক্কলিত মজুদ ৩,৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মধ্যে শুধুমাত্র বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত কয়লার প্রায় ৬৫% খনিমুখে স্থাপিত দেশের একমাত্র কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট কয়লা বেসরকারী খাতে ইটখোলা, ষ্টীল মিল, চা-শিল্প এবং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। • জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ১৩,৭০,৫৪২ মেট্রিকটন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। • দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের নিমিত্ত পেট্রোবাংলার অনুকূলে কয়লা অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। এ ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য কৌশলগত পার্টনার অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলা হতে ইওআই আহবান করা হয়েছে। • জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র হতে কোল বেড মিথেন অনুসন্ধান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। • গ্যাসের সাথে কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য কয়লানীতি প্রায় চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।	• কয়লাভিত্তিক একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়মিত চালু না থাকার ফলে উত্তোলিত কয়লার ষ্টকে Auto Combustion হয়। • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশজ কঠিন শিলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক না করা।	যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে মেরামত কাজ চলছে। তবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সহসাই কয়লা সংগ্রহ করবে বলে বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে।	
১০।	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	• বর্তমান সরকার জ্বালানী খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করায় এ খাতে বিগত বছরগুলোর তুলনায় এডিপি-তে অধিকতর আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে গ্যাস খাতকে গুরুত্ব প্রদান করে সরকারের নিয়মিত নিবিড় মনিটরিং এর কারণে এডিপি'র আওতাভুক্ত প্রকল্পগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। • বিগত বছরগুলোর তুলনায় এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০০৮, জুন ২০০৯ এবং জুন ২০১০ এ সমাপ্ত আর্থিক বছরগুলোতে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাক্রমে প্রায় ৫৭%, ১০৯% এবং ১২৭%। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ কোম্পানীসমূহে মোট ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।	প্রকল্প বাস্তবায়নে মালামাল সংগ্রহ ও ভূমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্নমুখী সমস্যা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হয়-যা প্রকল্প বাস্তবায়নকে দীর্ঘায়িত করে।	এ পরিস্থিতি নিরসনে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সরাসরি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	মন্তব্য
১১।	গ্যাস সঞ্চালন/ বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদিতব্য অতিরিক্ত গ্যাস এবং বর্তমান গ্যাস সঞ্চালন গ্রীডে সঞ্চালিত গ্যাসের সমন্বিত ও সুষ্ঠু সঞ্চালন/বিতরণ/পরিবহনের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপঃ • দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" এর আওতায় ৩৫৬ কিলোমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন নির্মাণ। • আশুগঞ্জ, এলেঙ্গা ও মুচাইতে ১টি করে মোট ৩টি কম্প্রেসর স্থাপন। • মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের ৮টি কূপ হতে উৎপাদিতব্য অতিরিক্ত গ্যাস সঞ্চালনের জন্য এ সকল কূপ হতে ২৪" ব্যাসের ১৫ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। • আশুগঞ্জ হতে বাখরাবাদ পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ৫৮ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ। • বাখরাবাদ হতে সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ৬০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ। • সেমুতাং হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৬৫ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ। • কুমিল্লার বিজরা হতে চাঁদপুর পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৪৮ কিলোমিটার ও ১৬" ব্যাসের ৫ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ। • দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ২"-২০" ব্যাসের ৮৪৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণকল্পে Natural এধং Access Improvement Project শিরোনামে একটি প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি এডিবি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে "সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী" নামে একটি নতুন গ্যাস বিতরণ কোম্পানী গঠনক্রমে এর বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। • এছাড়া পৃথকভাবে প্রতিটি বিতরণ কোম্পানী পর্যায়ে বিতরণ লাইন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।			

ক্রমিক নং	প্রতিবেদন				মন্তব্য
	রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	
১২।	Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিস্কৃত গ্যাস সম্পদ এবং গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	চলমান	-	-	-
১৩।	"Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০০৯ সালের "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	প্রতি মাসে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।	-	-	-
১৪।	Straddle Plant স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাসের উপজাতসমূহ পৃথকীকরণ এবং এ উপজাতসমূহ হতে পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ০৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে কাজ শুরু করেছে।	গত ১৭ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Inception Report এবং ২৪ মার্চ ২০১০ তারিখে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।	-	-	
১৫।	তৈল ও গ্যাস সম্পদের মজুদ নির্ধারণ ও হালনাগাদকরণসহ এর সার্বিক এবং সমন্বিত ব্যবহার (Petroleum Resource Management) সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত নভেম্বর ২০০৯ তারিখে কাজ শুরু করেছে ।	গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Inception Report এবং ১৮ জুন ২০১০ তারিখে Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003 Update-DRAFT শীর্ষক প্রতিবেদন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।	-	-	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।
১৬।	উৎপাদন বণ্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ (Monitoring & Supervision of PSCs & Other Contracts) সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত মার্চ ২০১০ তারিখে কাজ শুরু করেছে।	গত ১৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে "Inception Report on Monitoring & Sepervision of PSCs & Other Contracts" শীর্ষক প্রতিবেদন এবং ২০ জুন ২০১০ তারিখে "Summary Report" পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।	-	-	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।

১৭।	পেট্রোলিয়াম পরিশোধন ও বিপণন (Petroleum Refining & Marketing) ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত মার্চ ২০১০ তারিখে কাজ শুরু করেছে।	১। গত ৭ মে ২০১০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে।	-	-	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।
১৮।	গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির (Consultancy Services for Gas Production Augmentation) লক্ষ্যে পরামর্শক সেবা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ০৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখে কাজ শুরু করেছে।	-	-	-	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।
১৯।	Single Point Mooring (SPM)	SPM এর জন্য পরামর্শ নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এ প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে আইডিবি হতে প্রায় ৮৯৭.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।	-	-	-
২০।	BMRE of Eastern Refinery Limited	BMRE প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়িত ২২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে RFP আহবানের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে। খসড়া RFP বর্তমানে একটি কারিগরী কমিটি পরীক্ষা করে চূড়ান্ত করছে।	-	-	-
২১।	Storage Capacity Increase	জ্বালানী তেল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ১.১০ লক্ষ মেঃ টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশোধিত এডিপিতে ট্যাংক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে (জিওবি এর মাধ্যমে)। এছাড়া ১.২০ লক্ষ মেঃ টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেসরকারী পর্যায়ে ইওও আহবান করা হয়েছে। ৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া গেছে।	-	-	-
২২।	MS storage tank (17500 C.M) at ERL	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	-	-	-
২৩।	Construction of Mongla Oil Installation	প্রকল্পটির প্রাচীর তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	–	–	–
২৪।	Re-construction of import tanker pipe line from DOJ # 7 to LJ # 4	পাইপ ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভধনৎরপধঃরড়হ সংক্রান্ত কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	–	–	–
২৫।	Extension of Aviation Fuel (Jet-A-1) Hydrant system at Hazrat Shjahjalal International Airport, Dhaka.	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	–	–	